6

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮

দৈনিক বাংলা

নিরক্ষরতা দূর করতে সমন্বিত প্রয়াস নিতে হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সকল ভেদাভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একটি সমন্বিত প্রয়াস নেয়ার জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি শনিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৩৫০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। তিনি এ ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আর এই মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়নে চালিকাশক্তি হবে প্রাথমিক শিক্ষকগণ।

সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের বলেন যে, বর্তমান সরকারের মূলনীতি হবে সংবিধান সমুন্নত রাখা এবং সাংবিধানিক ধারানুযায়ী দেশ পরিচালনা করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে 'জনগণই রাষ্ট্রের মালিক'—এই নীতি সবসময়েই মেনে চলবো।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে গৃহীত সরকারী নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষক সম্প্রদায় সকল প্রকার সহযোগিতা দেবে। অধ্যাপক আজাদ বলেন, 'আমরা এখানে কোন দাবী নিয়ে কিংবা আমাদের বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করতে আসিনি। আমরা এসেছি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা মুক্ত একটি সমাজ গঠনে আমাদের ইচ্ছার কথা জানাতে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক আজাদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার আটশ' প্রাইমারী স্কুল জাতীয়করণ করে এক লাখ ৪০ হাজার শিক্ষককে সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। অধ্যাপক আজাদ বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনামলে প্রতিবছর এক হাজার প্রাইমারী স্কুল জাতীয়করণ করা ছাড়াও ১১ হাজার নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বলেন, আজকের ছেলেমেয়েরাই জাতিকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। আর এইসব ছেলেমেয়ের প্রকৃত শিক্ষাদানে শিক্ষকরা তাদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও মেধাকে কাজে লাগাবে।